বন্যায় দেশের ১৮ জেলা প্লাবিত, ৮ জনের মৃত্যু

বন্যায় এখন পর্যন্ত দেশের ১৮ জেলা প্লাবিত হয়েছে জানিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান বলেছেন, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় পদ্মা অববাহিকা এলাকায় পানি বাড়বে।

তিনি জানান, প্লাবিত জেলাগুলোর উপজেলা ৯২টি ও ৫৩৫টি ইউনিয়নে বন্যায় মোট ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ২২ লাখ ৪৬ হাজার ৪৭২ জন। বন্যায় জামালপুরে চারজন এবং লালমনিরহাট, সুনামগগঞ্জ, সিলেট ও টাঙ্গাইলে একজন করে মোট আটজন মারা গেছেন। পানিবন্দি ৪ লাখ ৮৭ হাজার ৩৭৬টি পরিবার।

বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান প্রতিমন্ত্রী। এসময় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ সচিব মো. মোহসীন উপস্থিতি ছিলেন।
বন্যায় জামালপুরে চারজন এবং লালমনিরহাট, সুনামগগঞ্জ, সিলেট ও টাঙ্গাইলে একজন করে মোট আটজন মারা গেছেন জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, এবারের বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হবে না বলে আমরা আশা করছি। কারণ নদ-নদীর পানি কমতে শুরু করেছে। যেসব নদীর পানি বাড়ছে সেগুলোর পানি আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কমতে শুরু করবে বলে পূর্বাভাস রয়েছে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের প্রতিবেদন তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ব্রহ্মপুত্র নদের পানি স্থিতিশীল রয়েছে। অপরদিকে যমুনা নদীর পানি বাড়ছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় ব্রহ্মপুত্র নদের পানি কমতে শুরু করবে এবং যমুনা নদীর পানি স্থিতিশীল হবে।

তিনি বলেন, গঙ্গা-পদ্মার নদীর পানি বাড়ছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত এ পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে। কুশিয়ারা ছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আপার মেঘনার প্রধান নদীগুলোর পানি কমছে, যা আগামী ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

আগামী ২৪ ঘণ্টায় সিলেট, সুনামগঞ্জ ও কুড়িগ্রাম জেলার বন্যা পরিস্থিতি উন্নতি হতে পারে। অপরদিকে গাইবান্ধা, বগুড়া, জামালপুর, নাটোর ও নওগাঁ জেলার বন্যা পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকতে পারে। ‘আগামী ২৪ ঘণ্টায় সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, রাজবাড়ী ও ঢাকার নিম্নাঞ্চলের

বন্যা পরিস্থিতি অবনতি হতে পারে।’

বন্যায় আক্রান্ত ১২ জেলায় এক হাজার ৫৪৪টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে জানিয়ে ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে ৩০ হাজার ৭০৫ জন মানুষ এবং ৫৬ হাজার ৩১টি গবাদিপশু আশ্রয় নিয়েছে। আশ্রয়কেন্দ্রে আনসার, গ্রাম পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবক ও এনজিও প্রতিনিধিরা কাজ করছেন।

বন্যায়র কারণে সরকার ৫৯৬টি মেডিকেল টিম গঠন করেছে জানিয়ে তিনি বলেন, এরমধ্যে বর্তমানে ১৯৭টি টিম কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে রান্না করা খাবার দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী।

তিনি বলেন, কোভিড-১৯ সংক্রমণের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে আশ্রয়কেন্দ্রে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে সবাইকে মাস্ক ব্যবহারের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

ধানকাটা শেষ হওয়ায় বন্যায় ধানের ক্ষতি হয়নি জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, পাট, ডাল ও শাক সবজির ক্ষতি হয়েছে। আমন ধানের বীজতলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কৃষি মন্ত্রণালয় উঁচু জায়গায় আমনের বীজতলা করে কৃষকদের বিনামূল্যে তা সরবরাহ করবে।

প্রতিমন্ত্রী ত্রাণ কার্যক্রম নিয়ে বলেন, আক্রান্ত এলাকায় চার হাজার ৮৫০ টন চাল বিতরণ এবং এক কোটি ৯১ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে ৩৫ হাজার ৮২২ প্যাকেট। শিশুখাদ্য কেনা বাবদ ২১ লাখ ও পশু খাদ্যের জন্য ২১ লাখ টাকা খরচ করা হয়েছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

‘জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের থেমে

থাকার সুযোগ নেই’

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের থেমে থাকার কোন সুযোগ নেই। বৃহস্পতিবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থা এবং বিভিন্ন অনুবিভাগের প্রধানদের সাথে ‘ভার্চুয়াল’ আলোচনা সভায় তিনি একথা বলেন।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী বলেন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের সম্পৃক্ততা রয়েছে। মন্ত্রণালয়সমূহ অনেক কাজেই এই মন্ত্রণালয়ের উপর নির্ভর করে। তাছাড়া করোনাকালীন কিছু ক্ষেত্রে সীমিত পরিসরে কাজ হলেও আমাদেরকে অধিক সর্তকতা ও গতিশীলতার সাথে কাজ করতে হয়েছে। এই সংকটকালীন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হয়েছে। জনপ্রশাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও গতিশীল মন্ত্রণালয়, তাই এই মন্ত্রণালয়ের থেমে থাকার কোনো সুযোগ নেই।

তিনি আরো বলেন, করোনা পরিস্থিতির মধ্যে আমরা নিজেদেরকে ‘ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম’ এর সাথে অভ্যস্ত করতে পেরেছি। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশের বাস্তবায়ন হয়েছে। ফলে আমরা এই সংকটকালীনও অনেক নিরাপদে থেকে কাজ করে যেতে পারছি। তিনি বাংলাদেশকে এই সক্ষমতার জায়গায় আনতে পেরেছিলেন বলেই আজ আমরা প্রতিকূলতার মাঝেও আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পেরেছি। সারা বিশ্ব যখন একটি বিপর্যয়কর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তখন আমরা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রেখে অত্যন্ত সাবলীলভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

প্রতিমন্ত্রী ভবিষ্যতে জনগণকে আরো দ্রুত ও কার্যকরভাবে সেবা প্রদানের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় অর্থবহভাবে ও সক্রিয়তার সাথে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করার আহ্বান জানান।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব শেখ ইউসুফ হারুনের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের রেক্টর, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমির রেক্টর, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) এর মহাপরিচালক,

মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের পরিবহন কমিশনার, সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের পরিচালক, মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনুবিভাগের প্রধানগণসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

সূত্র- ইত্তেফাক

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সাড়ে ২২ লাখ মানুষ, ৮ জনের মৃত্যু

সম্প্রতি দেশের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলে বন্যায় এখন পর্যন্ত আটজনের মৃত্যু হয়েছে। আর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ২২ লাখ ৪৬ হাজার ৪৭২ জন মানুষ।

সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে বৃহস্পতিবার সচিবালয় থেকে এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত বন্যায় ১৮টি জেলার ৯২ উপজেলার ৫৩৫টি ইউনিয়ন দুর্গত হয়েছে। ২২ লাখ ২৬ হাজার ৪৭২ জন বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। জামালপুরে চারজন এবং লালমনিরহাট, সুনামগগঞ্জ, সিলেট ও টাঙ্গাইলে একজন করে মোট আটজনের মৃত্যু হয়েছে বন্যাজনিত কারণে।

বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ১২ জেলায় এক হাজার ৫৪৪টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে জানিয়ে ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, সেখানে ২০ হাজার ৭০৫ জন মানুষ এবং ৫৬ হাজার ৩১টি গবাদিপশু আশ্রয় পেয়েছে। ৫৯৬টি মেডিকেল টিম গঠন করা হলেও এর মধ্যে ১৯৭টি টিম কাজ করছে। আশ্রয়কেন্দ্রে আনসার, গ্রাম পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবক ও এনজিও প্রতিনিধিরা কাজ করছেন।

কভিড-১৯ মহামারির মধ্যে আশ্রয়কেন্দ্রে স্বাস্থ্যবিধি এবং সামাজিক দূরত্বের নিয়ম মেনে চলার পাশাপাশি সবাইকে মাস্ক ব্যবহারের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানান প্রতিমন্ত্রী।

আশ্রয়কেন্দ্রে রান্না করা খাবার দেওয়া হচ্ছে জানিয়ে ডা. এনামুর রহমান বলেন, এই খবার তৈরি ও বিতরণের কাজে সহায়তা করতে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সব জেলায় ধান কাট শেষ হওয়ায় বন্যায় ধানের ক্ষতি হয়নি জানিয়ে সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, পাট, ডাল ও শাকসবজির কিছু ক্ষতি হয়েছে। এছাড়া আমন ধানের বীজতলাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ক্ষতি সামলাতে কৃষি মন্ত্রণালয় উঁচু জায়গায় আমনের বীজতলা করে কৃষকদের বিনামূল্যে তা সরবরাহ করবে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের তথ্য তুলে ধরে এনামুর বলেন, এবারের বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হবে না বলে আমরা আশা করছি। কারণ নদ-নদীর পানি কমতে শুরু করেছে, যেসব নদীন পানি বাড়ছে সেগুলোর পানি আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কমতে শুরু করবে বলে পূর্বাভাস রয়েছে।

গঙ্গা ও পদ্মার পানি আগামী ৪৮ ঘণ্টা বেড়ে এরপর কমার পূর্বাভাস রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নদীগুলোর পানি কমছে। ফলে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সিলেট, সুনামগঞ্জ ও কুড়িগ্রাম জেলার বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে। গাইবান্ধ, বগুড়া, জামালাপুর, নাটোর ও নওগাঁ জেলার বন্যা পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকতে পারে।

তবে আগামী এক দিনে সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, রাজবাড়ী ও ঢাকা জেলার নিম্নাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে বলেও প্রতিমন্ত্রী জানান।

সূত্র- কালের কন্ঠ

আদালতে নিজেকে করোনা রোগী দাবি করল রিজেন্ট সাহেদ

আদালতের কাঠগড়ায় নিজেকে করোনা রোগী দাবি করেছেন রিজেন্ট

হাসপাতালের চেয়ারম্যান মো. সাহেদ করিম ওরফে রিজেন্ট সাহেদ। তিনি কান্না জড়িত কণ্ঠে বলেন, আমি নিজেও করোনা রোগী। আমার বাবা করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। একমাত্র আমিই বেসরকারি হাসপাতালে করোনা রোগীর চিকিৎসা সেবা দেই। আমি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত নই।

বৃহস্পতিবার ঢাকা মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে তোলা হলে রিমান্ড শুনানির মাঝখানে বিচারককে তিনি এসব কথা বলেন।

এদিন সকালে পুলিশ মো. সাহেদ ও রিজেন্ট গ্রুপের ব্যবস্থাপনার পরিচালক মাসুদ পারভেজকে মুখ্য মহানগর হাকিমের উপস্থাপন করে রিমান্ডের আবেদন করে। এ বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষের শুনানি শেষে বিচারক তাকে জিজ্ঞেস করেন তার কিছু বলার আছে কিনা। তখন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে সাহেদ নিজেকে করোনা রোগী দাবি করে এসব কথা বলেন।

এর আগে মো. সাহেদ ও মাসুদ পারভেজকে হাতকড়া পরিয়ে ও কোমরে দড়ি দিয়ে বেধে সকালে আদালতে নেয়া হয়। এ সময় তাদের মাথায় হেলমেট ও গায়ে বুলেট প্রুফ জ্যাকেট ছিল।

এরপর উত্তরা পশ্চিম থানার মামলায় তদন্ত কর্মকর্তা এসএম গাফফারুল আলম রিজেন্ট হাসপাতালের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাহেদ ও এমডি মাসুদ পারভেজকে ১০ দিনের রিমান্ডের আবেদন করেন। শুনানি শেষে বিচারক ১০ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। একই মামলার আরেক আসামি তরিকুল ইসলাম ওরফে তারেক শিবলীকে পাঁচ দিনের রিমান্ড শেষে আবার ১০ দিনের রিমান্ডের আবেদন করেন একই তদন্ত কর্মকর্তা। শুনানি শেষে বিচারক সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

এর আগে বুধবার ভোরে রিজেন্ট সাহেদকে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলা সাতক্ষীরা সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে আটক করে র্যাব। র্যাবের দাবি, তিনি নৌকাযোগে নদী পার হয়ে ভারতে পালানোর চেষ্টা করছিলেন।

নৌকায় ওঠার ঠিক আগ মূহুর্তে নদীর পাড় থেকেই তাকে গ্রেফতারের কথা জানিয়েছেন র্যাব কর্মকর্তা তোফায়েল মোস্তফা সরোয়ার।

গ্রেফতারের পর তাকে হেলিকপ্টারযোগে ঢাকায় নিয়ে আসা হয় ও ঢাকার উত্তরায় তাকে নিয়ে একটি অভিযান চালায় র্যাব।

পরে ব্রিফিংয়ে র্যাব মহাপরিচালক চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন

জানান, ঢাকায় অভিযান চালিয়ে মো. সাহেদের একটি অফিস থেকে তারা জাল টাকা উদ্ধার করেছেন।

বুধবার বিকালেই ঢাকা মেডিকেল কলেজে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর তাকে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ডিবি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে র্যাব।

টেস্ট না করেই করোনাভাইরাস পরীক্ষার ভুয়া রিপোর্ট দেয়াসহ নানা অনিয়মের অভিযোগে গত ৭ জুলাই সিলগালা করে দেয়া হয়েছে ঢাকার উত্তরায় রিজেন্ট হাসপাতাল ও রিজেন্ট গ্রুপের প্রধান কার্যালয়।

সে সময় থেকেই প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান মো. সাহেদ পলাতক ছিলেন।

রিজেন্ট হাসপাতাল ও গ্রুপের মালিক ও এমডিসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। প্রতারণার মামলায় এর আগে আরও ১০ জনকে আটক করা হয়েছে।

সূত্র- যুগান্তর

২ লাখ ছুঁই ছুঁই সংক্রমণ

কোভিড-১৯ মহামারীর দাপট কমছে না কিছুতেই। দেশে করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যু বেড়েই চলেছে। করোনাভাইরাসে শনাক্ত রোগীর সংখ্যা আরও একটি ছয় অংকের (লাখ) কোটা পার করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

সবশেষ চব্বিশ ঘণ্টায় ২ হাজার ৭৩৩ জনের শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এতে করে দেশে কোভিড-১৯ এ আক্রান্তের সংখ্যা দুই লাখের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে।

বৃহস্পতিবার দেশে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিংয়ে এই তথ্য জানানো হয়।

দেশে এখন পর্যন্ত করোনায় মারা গেছেন ২ হাজার ৪৯৬ জন। মোট শনাক্ত হয়েছে ১ লাখ ৯৬ হাজার ৩২৩ জনের।

ব্রিফিংয়ে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৯৪০ জন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ৬ হাজার ৯৬৩ জন।

গতকাল বুধবার দেশে করোনায় সংক্রমিত ৩ হাজার ৫৩৩ জন শনাক্ত হওয়ার কথা জানানো হয়েছিল। মারা গিয়েছিলেন ৩৩ জন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সবশেষ বুলেটিন অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১২ হাজার ৮৮৯ টি নমুনা পরীক্ষা করে ভাইরাসটির সংক্রমণ পাওয়া গেছে আরও ২ হাজার ৭৩৩ জনের শরীরে।

গত বছরের শেষ দিকে চীনের উহান থেকে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী বাংলাদেশে প্রথম ধরা পড়ে ৮ মার্চ।প্রথম মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

প্রথম শনাক্তের পর দেশে করোনারোগী সংখ্যা ৫০ হাজার ছাড়ায় ২ জুন। এরপর করোনার সংক্রমণ বেশি দ্রুততর হয়েছে।

গত ১৮ জুন দেশে শনাক্ত রোগীর সংখ্যা ১ লাখ ছাড়িয়ে যায়। সেখান থেকে তা দেড় লাখে পৌঁছাতে সময় লাগে ১৪ দিন; ২ জুলাই দেশে শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়ায় ১ লাখ ৫৩ হাজার ২৭৭ জন।

বাকি সাত দিনে শনাক্তের সংখ্যা ছাড়ায় পৌনে দুই লাখ। ৯ জুলাই দেশে কেরোনা রোগী ছিল ১ লাখ ৭৫ হাজার ৪৯৪ জন। সেখান থেকে এক সপ্তাহে পৌঁছাল ১ লাখ ৯৬ হাজারে।

মৃত্যুর সংখ্যাও সময়ের সঙ্গে বাড়ছে দেশে। চব্বিশ ঘণ্টায় ৩৯ জনসহ মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৪৯৬ জনে।

সূত্র- যুগান্তর

সরকারি হাসপাতালগুলো নরকে পরিণত হয়েছে: রিজভী

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, সরকারি

হাসপাতালগুলো নরকে পরিণত হয়েছে। আর প্রাইভেট হাসপাতালগুলোতে এমনভাবে বিল ওঠানো হয় যে মানুষ বেঁচে থাকলেও মরার মতো অবস্থা হয়।

বৃহস্পতিবার (১৫ জুলাই) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি আয়োজিত এক মানববন্ধনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

রিজভী বলেন, ‘একটা পাপুলকে কুয়েতে গ্রেফতার করা হয়েছে, আরও কত পাপুল যে তৈরি হয়েছে সেটা বলা মুশকিল। দুঃশাসনের মধ্যেই এগুলো তৈরি হবে, পাপুলরা এমপি হবে। তাদের পক্ষে রাস্তা থাকবে। অর্থাৎ এক ভয়ঙ্কর মরণব্যাধি বেষ্টনীর মধ্যে বাংলাদেশের মানুষ বাস করছে। এই বেষ্টনী ভাঙতে হবে।

রিজভী বলেন, ‘আজ টিউশন ফি বাতিলের দাবি উঠেছে। এমনিতেই ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যেতে পারছে না, তার উপরে টিউশন ফি পুরোপুরি দিতে হবে, তার জন্য অভিভাবকরা টিউশন ফি বাতিলের দাবি জানিয়েছে। কিন্তু সেদিকে সরকার কর্ণপাত করছেন না। আর যদি মেগা প্রজেক্ট তাড়াতাড়ি করার দাবি উঠতো তাহলে তারা খুব দ্রুত কর্ণপাত করতো।

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সভাপতি হাবিব-উন-নবী খান সোহেলের সভাপতিত্বে এবং মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সহ-সভাপতি ফরিদ উদ্দিন আহমেদের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে দক্ষিণ বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কাজী আবুল বাশার, তাঁতী দলের যুগ্ম-আহ্বয়ক ড. কাজী মনিরুজ্জামান মনির, স্বেচ্ছাসেবক দল উত্তরের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

রিজেন্ট হাসপাতালে সরকারি

সরঞ্জাম

সিলগালা করা রাজধানীর রিজেন্ট হাসপাতালে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সরকারি চিকিৎসা যন্ত্রপাতি রয়েছে। এগুলো ফেরত চেয়ে সম্প্রতি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কাছে চিঠি দিয়েছে সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোরেজ ডিপোট (সিএমএসডি বা কেন্দ্রীয় ঔষধাগার)। বৈধ কাগজপত্র না থাকায় এবং প্রতারণার অভিযোগে সম্প্রতি হাসপাতালটি সিলগালা করা হয়। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

১৩ জুলাই স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিবকে লেখা এক চিঠিতে সিএমএসডি পরিচালক আবু হেনা মোরশেদ জামান বলেন, ‘সম্প্রতি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযানে রিজেন্ট হাসপাতাল লিমিটেডের উত্তরা ও মিরপুর শাখায় বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম পাওয়া গেছে। কোভিড-১৯ এর পরীক্ষা না করে ভুয়া রিপোর্ট প্রদান, জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নেয়া ইত্যাদি অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে।

হাসপাতাল পরিচালনার বৈধ কাগজপত্র না থাকায় যথাযথ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানটিকে অবৈধ ঘোষণা ও সিলগালা করে। ওই হাসপাতালের অনেক কর্মী আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়। বর্তমানে হাসপাতালটির সেবা কার্যক্রম বন্ধ আছে। এর আগে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসার জন্য নিবন্ধন না থাকা সত্ত্বেও অবৈধ প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়।’

সিএমএসডি পরিচালক চিঠিতে আরও উল্লেখ করেন, ‘গত ৭ মে সিএমএসডির পূর্বতন প্রশাসন রিজেন্ট হাসপাতালের অনুকূলে দুটি ডায়ালাইসিস মেশিন, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (ডিসটিলড) একটি, আইসিইউ ভেন্টিলেটর দুটি এবং দুটি ডায়ালাইসিস বেড প্রদান করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সিলগালা অবস্থায় আছে। দীর্ঘদিন এ অবস্থায় থাকলে সরবরাহকৃত মূল্যবান যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাবে। তাছাড়া সরকারি অর্থে ক্রয়কৃত সরকারি মালামাল একটি অবৈধ প্রতিষ্ঠানে ব্যবসায়িক স্বার্থে ব্যবহার কোনোভাবেই সমীচীন ও গ্রহণযোগ্য নয়। তাই জরুরিভিত্তিতে উক্ত মলামাল সিএমএসডিতে ফেরত আনা দরকার।’

তিনি জরুরিভিত্তিতে এসব মালামাল ফেরত আনতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিবকে অনুরোধ করেন।

চিঠির অনুলিপি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সমন্বয়ক, স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক এবং স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালককে (হাসপাতাল ও ক্লিনিক) প্রেরণ করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রীকে জানানো হয়নি বলে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিক) ডা. মো. আমিনুল হাসান বুধবার যুগান্তরকে বলেন, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে সিএমএসডি থেকে সরাসরি এসব মালামাল রিজেন্ট হাসপাতালকে দেয়া হয়। এর সঙ্গে তার দফতরের কোনো সম্পৃক্ততা নেই।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের এক কর্মকর্তা যুগান্তরকে জানান, অভিযানের পূর্বে রিজেন্ট হাসপাতালের পক্ষ থেকে দুটি হাসপাতালের জন্য দুই কোটি ছয় লাখ টাকার বিল জমা দেয়া হয়েছিল। যদিও মেশিনপত্র, চিকিৎসক সবই ছিল সরকারি। এছাড়া রোগীদের সব সেবা বিনামূল্যে দেয়ার কথা থাকলেও সেখানে সব ধরনের বিল নেয়া হতো। শুধু তাই নয়, রিজেন্ট হাসপাতালে করোনার ১০ হাজার নমুনা পরীক্ষার মধ্যে ৬ হাজারই ভুয়া রিপোর্ট ছিল বলে জানায় সংশ্লিষ্ট সূত্র। সূত্র-যুগান্তর

দলীয় কমিটিতে সাহেদদের মত প্রতারক রাখবেন না: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

রাজনৈতিক দলের কোনো কমিটিতে যেন করোনার রিপোর্ট নিয়ে জালিয়াতি করা মো. সাহেদ ওরফে সাহেদ করিমের মত প্রতারকদের রাখা না হয়, সেই আহ্বান জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল।

তিনি বলেছেন, তারা সুপারিশ করবেন কমিটিতে কাউকে নেয়ার আগে যেন ভালো করে যাচাই-বাছাই ও ব্যক্তির সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়া হয়।

বুধবার সচিবালয়ে সংবাদ ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সাহেদ একজন ক্রিমিনাল (অপরাধী)। সে অনেকের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। আর কখনো, কোনো দিন যেন সে এ ধরনের প্রতারণা করতে না পারে, সে জন্য ব্যবস্থা নেয়া হবে।

একের পর এক প্রতারণার পরও কেন এতদিন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারল না- এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, প্রতারকেরা ফাঁকফোকর দিয়ে অপরাধ করে। তবে ভবিষ্যতে যেন কেউ এমন প্রতারণা করতে না পারে সরকার ও তার সংশ্লিষ্ট দফতর সেদিকে সজাগ আছে।

এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় চাইলে আইন-কানুন না মেনে পরিচালিত সব হাসপাতালের বিরুদ্ধে তারা অভিযান চালাবেন।

এর আগে সংবাদ ব্রিফিংয়ে মন্ত্রী বলেন, অপরাধীদের ব্যাপারে সরকার ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবস্থান অত্যন্ত কঠোর। কাউকেই ছাড় দেয়া হবে না।

প্রসঙ্গত রিজেন্ট প্রতারণার হোতা সাহেদকে বুধবার সকালে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি বোরকা পরে ছদ্মবেশে সীমান্ত পার হওয়ার চেষ্টা করছিলেন বলে জানান র্যাব। পরে তাকে নিয়ে অভিযানে বের হয় র্যাব।

সূত্র- যুগান্তর

খুবই চতুর, ধুরন্ধর ও অর্থলিপ্সু সাহেদ : র্যাব ডিজি

র্যাব মহাপরিচালক (ডিজি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন বলেছেন, সাহেদ নিজেকে নিরাপরাধ দাবি করলেও মূলত তিনি একজন চতুর, ধুরন্ধর এবং অর্থলিপ্সু। আজ বুধবার বিকেল ৩টায় সাহেদকে নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি।

র্যাব ডিজি বলেন,গত মঙ্গলবার রাতে গাজীপুরের কাপাসিয়া থেকে রিজেন্ট গ্রুপের এমডি মাসুদ পারভেজকে গ্রেপ্তার করা হয়। মাসুদ পারভেজের দেওয়া তথ্যে রিজেন্টের চেয়ারম্যান সাহেদ করিমকে গ্রেপ্তার করা হয়।

প্রসঙ্গত, বুধবার ভোর ৫টা ১০ মিনিটে সাতক্ষীরা সীমান্ত দিয়ে ভারতে পালানোর সময় সাহেদকে গ্রেপ্তার করে র্যাব।
বিস্তারিত আসছে…

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

‘জাল টাকায় ঋণ পরিশোধ করতেন সাহেদ’

রিজেন্ট হাসপাতালের চেয়ারম্যান সাহেদকে ইন্টারোগেশন সেলে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে উত্তরার ১১ নম্বর সেক্টরে একটি বাসায় অভিযান চালিয়েছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। সেটি সাহেদের গোপন বাসা বলে জানিয়েছে র্যাব। সেখানে থেকে বিপুল পরিমাণ জাল টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। যে টাকা দিয়ে বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে নেওয়া ঋণ পরিশোধ করতেন সাহেদ।

বুধবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে র্যাব সদর দফতর থেকে সাহেদকে নিয়ে উত্তরার ১১ নম্বর সেক্টরের ২০ নম্বর রোডের ৬২ নম্বর বাড়িতে অভিযান চালায় র্যাব। সেখানে এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলে অভিযান।

র্যাবের গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিক বিল্লাহ সাংবাদিকদের বলেন, ‘সাহেদের দেওয়া তথ্য মতে, ওই গোপন বাসা থেকে যে জাল টাকা উদ্ধার করা হয়েছে, তা দিয়ে সে ঋণ পরিশোধ করতো। ভুক্তভোগীরা দীর্ঘদিন ঘুরেও যখন টাকা পাচ্ছিল না তখন এসব টাকা পেয়ে অনেকই খুশি হতেন।

তিনি বলেন, তবে যখন এসব টাকা নিয়ে বিপাকে পড়তেন, বুঝতেন জালটাকা- তখন আবারও ভুক্তভোগীরা সাহেদের কাছে যেতেন। এরপর সাহেদ বলতো,

আমি আপনাদের ঋণের টাকা পরিশোধ করেছি, আর এখন বলছেন এসব টাকা জাল। এখন কী করবেন, যান মামলা করেন আমার নামে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন